উদীয়মান কবিদের

জাগ্রত কলম

মোঃ সোহাগ মোল্যা (মঈনুল)
ও
মোঃ রেজন মিয়া (তুফান) সম্পাদিত

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্রকাশনী

উদীয়মান কবিদের জাগ্রত কলম

মোঃ সোহাগ মোল্যা (মঈনুল) ও
মোঃ রেজন মিয়া (তুফান) সম্পাদিত

প্রথম প্রকাশ	আগস্ট ২০২৪ইং
©	সম্পাদক ও কবি
প্রচ্ছদ	মোঃ নাছিম প্রাং
প্রকাশক	মোঃ নাছিম প্রাং ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী Mobile: 01755-274614, 01516-379064 E-mail: ichchashakti22@gmail.com
সার্বিক ব্যবস্থাপনায়	কবি আব্দুল গফুর সাহিত্য পরিষদ ও পায়রাভরত একাডেমি।
কম্পোজ	এন.এস কম্পিউটার্স সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
অনলাইন পরিবেশক	Rokomari.com / ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী
মূল্য	২৫০ টাকা মাত্র
A freedom fighter	Published by ichchashakti Prokashoni 34 Banglabazar, Dhaka-1100 Price: BD Tk. 250 ISBN: 978-984-35-6455-9

উ ৎ স র্গ

অংশগ্রহনকৃত সকল কবি/লেখকের পিতা মাতা এবং মরহুম কবি আব্দুল গফুর ও মরহুম সুরত মোল্যা শ্রদ্ধা ভাজনকে।

➢ প্রাক-কথন-

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

আলহামদুলিল্লাহ। প্রথমেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি মহান আল্লাহ তায়ালার প্রতি, যিনি আমাকে “উদীয়মান কবিদের জাগ্রত কলম” যৌথ কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করার তাওফিক দান করেছেন।

প্রত্যেক কবি/লেখক, পাঠক, সম্পাদকই চায় একটা নির্ভূল বই প্রকাশ করতে। তাই লেখক, সম্পাদক ও প্রকাশক মিলেই চেষ্টা করেছি একটি সু-রুচিসম্মত বই পাঠক মহলে উপহার দেওয়ার জন্য। তারই ধারাবাহিকতায় বইটিতে তুলে ধরতে চেষ্টা করছি সমাজের বাস্তব চিত্র, দেশ প্রেম, সম্মানিতর কালো মুখোশ, বেকারত্ব জীবনের আহাজারি, মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে একটি প্রাণকে মেরে ফেলা সহ একাধিক বিষয়। আশা করি বইটি পড়ে পাঠক পাবেন কবিতার স্বার্থ। আমার মতো তরুণের সম্পাদনায় প্রথম যৌথ কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার আমি আনন্দিত, আপ্লুত। কেউ'ই ভুলের উর্ধ্বে নয়। মানুষ মাত্রই ভুল হয়ে থাকে। তাই বইটিতে যদি কোন প্রকার ভুলভ্রান্তি হয়ে যায়, তাহলে সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী। ভুলভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দিলে ইনশাআল্লাহ আগামী পরিমার্জিত সংখ্যায় ভুলগুলো শুদ্ধ করে দেওয়া হবে। দেশ ও জাতির কল্যাণে লিখে যায় সাহিত্য, জ্ঞানের সন্ধানে খুঁজি খাটি রত্ন। “উদীয়মান কবিদের জাগ্রত কলম” যৌথ কাব্যগ্রন্থটিতে সার্বিক ব্যবস্থাপনায় আছেন, কবি আব্দুল গফুর সাহিত্য পরিষদ ও পায়রাভরত একাডেমি। অফুরন্ত ভালোবাসা ও চিরকৃতজ্ঞা স্বীকার করছি প্রকাশক জনাব নাসিম প্রাং ভাইয়ের প্রতি। আমার সঙ্গে অক্লান্ত পরিশ্রম ও পরামর্শ দিয়ে বইটিতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। আমি ভাইয়ের সর্বদা মঙ্গল কামনা করি।

নব ভাবনায় নবীন লেখকদের আস্থার স্থান “ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী”। সর্বদা ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী'র আগামী পথচলা সুন্দর ও উজ্জ্বল হোক এই কামনা করি।

মোঃ সোহাগ মোল্যা (মঈনুল)
সম্পাদক, মাসিক মধুমতী নবগঙ্গা পত্রিকা
সভাপতি, কবি আব্দুল গফুর সাহিত্য পরিষদ

সূচিপত্র

কবি ও কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	পৃষ্ঠা	কবি ও কবিতার নাম
মোঃ রেজন মিয়া (তুফান)		২৭	ওহ উচ্চ বিদ্যা
খোদা কর মেহের-বাণী	৬	২৮	বকুল ফুলের ছাই
গরীবের ঈদ	৭	২৯	স্বাধীন বাংলায় এসব হচ্ছে টা কি?
এই পথে	৮		**মোঃ সোহাগ মোল্যা (মঈনুল)**
ভাগ্যে ভালবাসা ছিল না	৯	৩১	বীরের রক্ত রাজপথে
ভেজাল সাফ কর	১০	৩২	রিক্সাচালকের জীবন
সব বিরান	১১	৩৩	শিশু শ্রম
দিলা আমায় ফক্কিকার	১২	৩৪	নারীর শ্রদ্ধা
সময়ের কোন ঠিকানা	১৩	৩৫	লোডশেডিং
ব্রেইন ক্যান্সার	১৪	৩৬	স্বপ্ন
পদ্মরাগ ট্রেন	১৫	৩৭	শীত বসন্তের দন্দ
সকালের রাজা সন্ধ্যায় ফকির	১৬	৩৮	বাঁশির কান্না
নষ্ট বেগুন	১৭	৩৯	মোখার শক্তি
গোলাপ সুন্দরি	১৮	৪০	রেমালের হানা
প্রেম আমায় টানছে	১৯	৪১	ভাদ্রের রূপের মেলা
আমিই ছিলাম ভুল!	২০	৪২	কোরবানি
তোমার আশেপাশে	২১	৪৩	নগরীতে কাশফুল
স্বার্থ ছাড়া মিছেই ত্রিভুবন	২২	৪৪	বাজারের মান
মায়া সেথায় নয়	২৩	৪৫	পতাকার রঙ
মনের মানুষ নেই	২৪	৪৬	শীতের আগমন
ইচ্ছামত	২৫	৪৭	নড়াইলের কবি
চোখের জল শুকাই গেছে	২৬	৪৮	বই পড়া -- মনিষীদের কিছু উক্তি

তরুন কবি মোঃ রেজন মিয়া
(তুফান) -এর ২৪টি কবিতা সমূহঃ

খোদা কর মেহের-বাণী

ওগো খোদা তোমার কাছে আকুল আবেদন,
ঈমান ছাড়া যেন যাই না পরকাল-ভুবন।
যত ভুল করেছি—
মাফ করে দাও, কর মেহের-বাণী;
তৌফিক কর যেন ইসলাম দ্বীন আনি।

পবিত্র দিনে যেন মরণ হয় মোর,
মসজিদের ধারে যেন থাকে কবর।
সবার হৃদয়ে দাও বুঝ,
দেহে দাও বল
ইসলামের পথে চলুক সকল।

নামাজ বেহেশত'র চাবি,
ইসলামের মৌলিক বিষয় পালন করুক মানব
এটাই মোদের দাবি।

গরীবের ঈদ

তুফান ঈদের কী মহিমা!
ঈদ নিয়ে দাও না একটু উপমা
কেউ করে আনন্দ আর
কারো হয়েছে বেদনা।

গরীবের আর আছে ঈদ
কাপড়, তেল, সাবান, খাদ্য ইত্যাদি
জোগার করতেই হিমশিম তাই
নিরালয়ে কাঁদি।

কাজ করতে বেরিয়ে যায় ঘাম,
তবু ভাইয়া বেতন পায় কম।
ঈদ উল-ফিতরে কারো কত রঙের ফূর্তি,
ফের পড়েছে পূজার সাজ মূর্তি।

ঈদ-উল-আযহায় কত প্রাণ
হয়ে যায় কোরবান,
যারাই কোরবানি করে
তারাই ভাগাভাগি করে নেয়!

কাউকে ইচ্ছে হলে দেয়
না দিলে নাই!
বেড়েছে হায় টাকার মান।

আমাদের ভাগ্যে—
এই ঈদে গরুর মাংস নাই,
সবাই শুধু উপর দেখে
ভিতর পুড়ে হইছে ছাই।

এই পথে

এ পথ ধরে হেঁটে চলেছি
অন্তরে তোমার কথাই তো বলেছি,
মনে আছে কি-
তোমার আমার জীবনী?
আমি কিন্তু ভুলে যাইনি,
অতীতের গল্প কাহিনী।
এই পথে হেঁটে ছিলাম এক সাথে,
তোমার স্মৃতি ছবি অন্তরে রেখেছি গেঁথে।

যদি পারো মনের দুয়ার খুঁলিতে আমার,
তবে তুমি দেখিতে পাইতে
ভালোবাসা জমা আছে কত যে নাম তোমার।
তোমায় নিয়ে সাহিত্য আঁকি,
প্রেমের গল্প ভালো লাগে
ছ্যাকা লিখলে মনে আনন্দ দেয় ফাঁকি।
আমার তো ইচ্ছে করে
তোমায় নিয়ে যাই সুখের ঘরে,
বার বার টোকা দেয় কথাটি আমার অন্তরে।

আমার আজ এমন ভাগ্যে লেখা ছিল বুজি,
ভুলগুলো মুছে ফেলে তোমাকে সখী করতে খুঁজি।
আমার মনের আনন্দ হারাইছে,
সেগুলো কোথায় পাই?
তোমাকে না পেয়ে রুচি বোধ হয়ে
আমার আর কোন লাভ নাই।
নুরুল কবির বলে রিজন কি দিব উৎসাহিত,
আগে আনো সাফল্যের তথ্য।

ভাগ্যে ভালবাসা ছিল না

যার লাগিয়া কাঁদি আমি
সেইতো জানে না, বুঝে না,
সে আমায় ছেড়ে পেয়েছে নতুন ঠিকানা।

মেনে নিয়েছে প্রিয়া নতুন বাড়ির নিয়ম,
আমার লগে প্রেম করিয়া
ভুল করেছে কাম।

এ.কে রিজওয়ান অভাগা,
ভালোবাসার মানুষটিও চিনল নাগা;
নুরুল কবির বলে রে ভাই,
'ভাগ্যে বুঝি লেখা ছিল এটাই'
ভালোবেসে ভুল করেছি স্বার্থের দুনিয়ায়।

ভেজাল সাফ কর

দেহ আছে, মন আছে,
রক্ত একটু কম আছে;
দ্রব্যমূল্যে ভেজাল মিইশা গেছে!
খাঁটি রক্ত নষ্ট হইছে,
জিন্দা মরার মত বাঁচে।
ভূতুরে আবেগ-বিবেক তৈরি হইছে।
আছে বাংলা বাঁশ,
স্বাধীনতাকে করছে গ্রাস।
রাজ্য পাইছি চোরের,
তেলে-তেলে পিছলা সব গল্পটা ভোরের।
স্বার্থের দুনিয়ায় ছেলে চিনেনা বাপ'রে হায়,
কথা বলব কোথায়।
বাঙালি টাটকা চিনে না, বাসিয়া খায়!
ছ্যাকারিন যুক্ত বরফের পাছায়
বাঁশ লাগিয়ে আইসক্রিম বলে চালিয়ে দেয়।
টাকা চাই ইনকামের পথ নাই,
জ্যাম লাইগা গেছে হায়
সব কিছুতে যেন পরাধীনের গন্ধ পাই।
এই দেশে ভার্সিটি,
শিক্ষাগুলোর কী গতি!
ভুলে ভুলে জীবন রতী।
ভুলে যাই নি কিছু মহান স্মৃতি,
বর্তমানে উল্টো নীতি!
কী বলব জোকারের কীর্তি।
দ্রব্য মুল্যের বাড়ছে দাম,
উন্নয়নের এটাই কাম।
একটা কথা বলছি
ভালো-মন্দের জন্য যদি সংগ্রাম না করেন,
তাইলে আমজনতা হন।

সব বিরান

এই লহমায় সবি বিরান,
যদি না থাকে তোমার ধন;
মানুষের হৃদয়টা যেন ছলনার বাগান।

চাই আমার নওরাজ,
যাতে করব বিরাজ
এটা আমার বিলাস।

মনটা পুড়ে হইছে আঙ্গার,
তাগদ যার মুল্লুক তার।

কারো মন নয় কুসুম-কোমল,
মাথায় কু-ধীর ঝাল।

কারে করব প্রতিকী,
পাল্টে গেছে মানবের নীতি!

দেশের আজ এই গতি
ভালো মানুষের নাই প্রতিপত্তি।

দিলা আমায় ফক্কিকার

তুমি তাকে পেয়ে হইলে প্রসন্ন,
তোমাকে না পেয়ে মোর
জীবন হইল শূন্য

তুমিতো ছিলে মোর সৌকুমার্য,
বুঝিনি ছেড়ে যাওয়া তোমার কার্য।
অশ্রু সজল নয়ন মোর,
দিয়েছো মোরে ফক্কিকার।

কারে নিয়ে কর তুমি গৌরব,
মন-প্রাণ তারে দিয়েছো সব;
দোয়া করি ভালো রাখে
তোমাদের যেন রব।

তোমার স্মৃতি মোর হৃদয় পিঞ্জিরবদ্ধ,
সেইখানে আজ নীরবতার শব্দ।
তোমাকে ভালোবেসে হইলাম ফতুর,
ভেঙ্গে দিলে প্রেমের নিগড়।

সময়ের কোন ঠিকানা

কিভাবে যায় সময় বুঝতে পারিনা!
শুনব, দেখব, পড়ব, করব
করতে পারিনা।
লালন বলে 'সময় গেলে সাধন হবে না'
রেজন বলে সময়ের কোন ঠিকানা।

ঘড়ির কাটাকে বলি জোরে জোরে না,
আবার দিন না ফুরালে ভালো লাগে না।
গরম লাগলে ঠান্ডা চাই,
ঠান্ডা লাগলে গরম,
হেলায় থেকে দিন চলে যায়!
কি যে মুই পারম।

সুখ না-কি দুঃখ কিছু বুঝি না,
ঘরের কোনায় থাকি
সময় চলছে না-কি!
দেখি কাহার যে আনাগোনা।

ব্রেইন ক্যান্সার

কেউ বলে ওর ব্রেইন ক্যান্সার,
কেউ বলে একে নিয়ে পাগল হয়েছে হাজার!
কেউ বলে চোখ লাল কিসে
হয়তো এক ঢোক মাইরা দিছে,
কেউ বলে কানা
কারো কাছে ঠসা নামক জানা!
কেউ বলে দূর্বল
কেউ বলে এ প্রতিবন্দী হইল।
কেউ বলে হিংসা,
কেউ করে প্রশংসা।
কেউ বলে এ প্রেম করে না
মুরোদ নাই-
এর সাহস আর হয় না!
কেউ বলে এলিয়েন
কেউ বলে ভিলেন।
কেউ বলে কিপ্টা,
কেউ বলে এ হতে পারল না মোটা।
কেউ শুধু স্বার্থ চায়
অভিনয় দেখায়,
কেউ করে ক্যাচাল মিছাই।
কেউ বলে বন্ধু
কেউ ভাবে শত্রু,
কেউ বলে রিলিপ খোর!
আমি বলি বর্তমানে কিছু ক্ষমতাসীন চোর।

কে করবে সাহায্য
কারো নাই ধৈর্য্য,
পাই না আমি স্বাধীনতা!
সব অন্যায়ে লিপ্ত
হারিয়ে গেছে মানবতা।
এরা বেঈমান
কেউ শিক্ষিত শয়তান,
বাড়িয়াছে আমার অভিমান।
কাউকে ব্যথা দিয়ে
কেউ সুখী হতে পারে না,
একদিন হবে বেদনা।

পদ্মরাগ ট্রেন

বোনারপাড়া টু পীরগাছা,
বাদিয়াখালী-ত্রিমোহনী-গাইবান্ধা-
কুপতলা-কামারপাড়া-নলডাঙ্গা-বামনডাঙ্গা-
হাসানগঞ্জ-চৌধুরানী লাগবে পৌছা।

চরিলাম পদ্মরাগ ট্রেনে,
ত্রিশ টাকা দিয়া নিলাম টিকেট কিনে!
পাইলাম নাকো সিট,
দরজার ওখানে দাঁড়াইলাম!

সবুজ-শ্যামল মাঠ,
গাঁ-মানুষ, রাস্তা-ঘাট
আরো কত কী দেখলাম।

অচেনা কিছুর সাথে হলো পরিচয়,
রেলগাড়ী ঝক ঝকা-ঝক কয়।
কত রকম ব্যবসা, কথা-বার্তা বল
ভ্রমণ করিলে মন চঞ্চল।

সকালের রাজা সন্ধ্যায় ফকির

তুমি না সেই রাজা!
সকাল বেলা তোমার—
নিপীড়ন-শোষণে থাকত প্রজা।
ধন-সম্পদের গরম,
সন্ধ্যা বেলা ফকির তুমি
নাইকো তোমার শরম।

বলে যাই গো সবারে,
ধনি-গরিব এক কাতারে
থাকতে হবে ওই হাসরে।
বিনা অপরাধে কাউকে দিও না হায় ব্যাথা,
কেরাবান-কাতিবিন দলিল লেখে তোমার
ন্যায়-অন্যায়ের কথা।

সাহায্য না করিয়ে
করাইও না কাউকে আপসোস,
মনে রাখিও বস্'এর ও আছে বস্।
একেক জন একেক বিষয়ে পারদর্শী,
সব মিলেই সমাজ চলনের রর্শী।

নষ্ট বেগুন

ভাল্লাগেনা বাড়িতে আর,
বসে রাস্তার ধারে
দেখি বাঙালি কী করে!
বুঝি মানুষের হাট-বাজার।

দেখি কত ছেলে-মেয়ে হাটা-হাটি করে,
পাগল বেশে থাকি আমি!
জানি সবাই আক্রান্ত জ্বরে।
শীতল হলে হিমালয়,
রৌঁদ্র হলে আগুন!
সব নষ্ট হওয়া বেগুন।

জন্ম হয়নি কোন বীর,
সব অভিনয়, স্থির।
পথের কাঁটা হতে চাই না
দেও মোরে মারি।

এমন ভাবে মারবে যেন
বুঝতে না পারি,
যাক একদিনে জীবন ছাড়ি।
আমি প্রচুর বোকা,
সেজেছি তাই খোকা
গজাইছে গোঁফ-দাঁড়ি।

গোলাপ সুন্দরি

বন্ধু আমার কাড়ল মন,
কোথায় খুঁজি সারাক্ষণ!
সে যে আমার ললনা
যখন-তখন বাহিরে রয়না।

প্রেমে-প্রীতি'র হাবু-ডুবু,
ভালোবাসি তারে হায়
তারে আমি ভরত করছি হৃদয় পিঞ্জিরায়।
ঝটপট-ঝটপট বুকের ভিতর,
প্রেমের কবিতার।

ভালোবাসার পাখি,
ঘুমের ঘরে করে ডাকাডাকি।
সবখানেতে তার ছবিটা,
আয়নার মত দেখি।
সে যে আমার গোলাপ সুন্দরি,
নাম রাখছি তার আসমানের পরী।

প্রেম আমায় টানছে

মনের ঘরে রাইখা ছিলাম,
স্বপ্নের মাঝে দেইখা
ভেবে ছিলাম আপন।

ভালো তোমায় বাইসা ছিলাম
তাই তো ছুটে কাছে এলাম।
এক গুচ্ছ হৃদয়ের ফুল দিলাম।

ভালোবাসার কথা কও
এতে নাই অপরাধ,
প্রেম মানে রঙিন স্বাদ।

এ.কে রিজওয়ানের কথা,
ভালোবাসা ঘর বানাইছে
ট্যাক, লতাপাতা
গাছের পাতা ছাতা।

আমিই ছিলাম ভুল!

এই অবেলা করে অবহেলা,
মন পুড়ে হইছে কয়লা
বেকার তাই চোখের ময়লা!

আমায় নিয়ে সবার জ্বালা।
পাইনা কারো আদর-সন্মান,
পাগল হয়েছে সাইফুল রেজন।

বন্ধু-বান্ধবের চোখে হয়েছি দোষি,
মনের খাঁচায় যাদের রাখলাম পুষি;
আমি নাকি ভুল কথা বলি বেশি।

শুধু স্বপ্ন দেখতে পারি,
তো অনেকে নিয়েছে আড়ি
তাই পাহারা দেই আমাদের ঘর-বাড়ি।

তোমার আশেপাশে

আমার বাড়ি চাঁন্দের পাশে,
খুঁজো তুমি কোন আকাশে!
আছি তোমার আশেপাশে,
থাকি আমি ছদ্মবেশে
ভালোবাসি তোমায় শেষে।

দিন যাচ্ছে অনায়াসে,
মনটা আমার তোমায় পুষে!
ভরে গেছে ফুলে কাশে,
ভালোবাসা নিও বেছে
যে তোমায় ভালোবাসে।

আকাশে আজ ঘুড়ি উড়ছে,
ভালোবাসা বলে দিছে
তোমার নামের দেখা মিলেছে,
ফুলের গন্ধে ভইরা গেছে!
পায়রাভরত হইয়া গেছে।
আমার বাড়ি চাঁন্দের পাশে।

স্বার্থ ছাড়া মিছেই ত্রিভুবন

স্বার্থ ছাড়া কেউ কারো নয়!
ওরে পাগল মন
মানুষগুলো মইরা গেছে
মিছেই ত্রিভুবন।

ছিইড়া গেছে রক্তের বাঁধন,
হইয়া গেছে কূল ভাঙ্গন!
স্বার্থই সবার আপন জন।

বাইড়া গেছে সময়ের দাম,
স্বার্থ বাড়ায় লোকের সন্মান;
কী বলব কীসের কথা!

সবার মুখে টাকার গান।
থাকে যদি স্বার্থ তথ্য,
হয়ে যাবে মহাত্ব।

মায়া সেথায় নয়

জন্ম আমার সেথায় ওগো
মায়া সেথায় নয়,
কেউ যে আমায় ভালোবাসেনি!
ভালো লাগবে কোথায়?

মনের মানুষ খুঁজে পাইনি,
সবাই দেখি স্বার্থপর!
তারে পিছে দৌড়ায়।
সস্তায় পেলে বস্তা ভরা,
আজব মানুষ বিশ্বে পুরা!

কিছু দিলে কিছু পাবে স্লোগান ধরা।
কেউ চায় না কারো ভালো,
হতে চায় তারা মহাত্ব।

এ ভুবনে খুঁজিয়া দেখ
কে আছে সৎ
হয়েছি সবার চোখের বাঁলাই,
হয়েছি হায় বোজা!
আমার কথা কাজে কেউ পায়না মজা।

মনের মানুষ নেই

বন্ধু-বান্ধব কেউ নেই,
ভালোবাসার শব্দ নেই!
হা... মনের মানুষ নেই।

চারদিকে শুধু চাই
না দিলে দূর ছেই,
আপন বাড়ে স্বার্থেই।

অভাবের দুনিয়া,
বাঁচি আমি স্বপ্ন নিয়া!
পকেটে টাকা নেই,
পেটে ভাত নেই।

ইনকামের পথ জ্যাম,
এক সময় বাচাল ছিলাম
এখন নীরব হয়েছি কথা বলি কম।

সবার অপরিচিত,
হয়েছি পথ হারা পথিকের মত!
মনে ব্যথা অবিরত।

ইচ্ছামত

আমি একদিন সফল হব,
জনপ্রিয় হব, ইচ্ছামত খাবো,
কাজ করবো, ঘুরবো ও ঘুমাবো।

মানুষকে সাহায্য করবো,
আমি একদিন সুখি মানুষ হব।
গতকাল-আজ আমার বন্ধু নাই
কিন্তু আগামিকাল হবে নিশ্চই।

আমি স্বপ্নে দেখি,
শয়নে পরীক্ষা দেই।
রেজন কারো অনুপ্রেরণা হবে,
আমারো ধন-সম্পদ হবে।

চোখের জল শুকাই গেছে

আমার চোখের জল শুকাই গেছে,
দু'চোখ লাল হয়েছে!
অসময়ে অশ্রু আসে
কাঁদিনা কিন্তু ভাব আছে।

আবেগ এখন ছুটে আসে,
মানুষের বিবেক ঘুমাই গেছে।
কেউ নাই তাই একা থাকি,
সাহিত্য সমাজে রঙ মাখি।

আমি ভুল করেছি ভুল
এসেছি এই কূল,
এনেছি এই কূলে
মিলন জ্বালার ফলে।
আমি নাকি বুজা হইছি!
মানুষ-জনে বলে।

ওহ উচ্চ বিদ্যা

রসে রসে খেলাম বসে,
কাজ না করিয়া!
দুঃখ-কষ্ট বুঝলাম না আমি আনন্দে ডুবিয়া।
দিন ফুরাল রস কমিল,
কাজ কর্ম নাই!
শেষ বয়সে গালি-বকা-ইত্যাদি পাই।

পিতা-মাতা-অভিভাবক
উচ্চ বিদ্যা শিখাইছে পড়ালেখায়,
কাজ খুঁজতে যাইনি
আমার শরম পায়।
মাইয়া গোর সাথে করেছিলাম রং,
তারা সেজে ছিল সঙ
রং করিয়া নষ্ট করেছি সম্পদ!
তাই শাস্তি এই পেলাম।

শখে-দেখে করেছি মাদক পান,
অন্যায় কাজ করেছিলাম উৎপাদন।
বইসা থাকি ভাবি আর চাই মাফ,
সব বদলে গেছে
মাফ করবে কে সাফ?
কাজ-কাম করিনি পড়ালেখার দোহাই,
সময় শেষে আমি প্রতিবন্ধীতে রাত পোহাই।
যদি হইতাম নিরক্ষর তাও হত ভালো,
এখন আমি বুঝতে পেতাম শিক্ষার ঘার্তি ছিল।

বকুল ফুলের ছাই

পথের ধারে বকুল গাছ,
ফুল ধরেছে থোঁকায় থোঁকা
দিচ্ছে তো হায় সু-ভাস।

মন নিয়েছে কেড়ে
দেখতে লাগে সুন্দর,
ছাইকে কেউ বানায় সার।

ছাই মানে অভিমান,
ভালোবাসা হয়ে আছে গোপন
ছাইকে কেউ বানায় মাজন।

প্রেম-প্রীতির কাজ
বকুল ফুলের সাজ,
গেঁথেছি ফুলের মালা এগিয়ে দাও গলা।

নুরুল কবির বলে—
"ফুলের রাজা বলি আমি তাহারে,
ফুলের সু-ভাসে গাছের নিচে যাই বার বারে।"

স্বাধীন বাংলায় এসব হচ্ছে টা কি?

হিন্দি সিনেমা দেইখা স্যার
হাতে রাখছে বন্দুক,
শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আইছে ধর্ষণের যুগ।
বনের গাধা বলে হেসে,
আমার চাইতেও বড় গাধা
এই ডিজিটাল স্মার্ট দেশে।

নাটক-সিনেমা দেখে বানাইছে তারা গ্যাং,
সবগুলো কানা কুত্তা উল্টো পথে ঠ্যাং।
মরে গিয়েও শান্তি নাই,
কঙ্কাল চুরির তথ্য পাই।

জীব-জড়-ভৌত,
নয়তো ভেজাল মুক্ত!
এভাবেই দেশ উন্নয়ন,
সব কিছুরে বেড়েছে দাম।

কেউ কেউতো গদি পেয়ে
লোভে পরছে হায়,
স্বার্থের জন্য ছুটছে কেউ
জীবনের দাম নাই।

সিগারেট দেয়নি বাকিতে
পেল তাই হত্যার অভিযোগ,
এটা শরীফ থেকে শরীফা হওয়ার যুগ।

আধিপত্য বজায় রাখতে খুনোখুনি,
জায়গা দখল, ছিনতাই, চাঁদাবাজি,
মারামারি, অস্ত্রবাজী—
উত্ত্যক্তসহ নানা অপরাধে কিশোর গ্যাং,
বাল্য বয়সে বিবাহ আর
রাস্তা-ঘাটে প্রচুর জ্যাম।

কালোবাজারে ট্রেনের টিকিট,
ঘুমে ঘুমে বলছে তিনি
দেশে নাহি খাদ্য সংকট।
চা চাইছে বিরিয়ানি নয়,
চা দিতেই হিমশিম খাই।

ইসলাম-নৈতিক বইয়ে দূর্গার ছবি,
গাঁজা চাষ বাড়ির উঠানে
মাতাল হয়েছে সবি।
আবহাওয়া অফিসের বার্তা অস্পষ্ট!

দেশের টাকা বিদেশে পাচার
এটাই বড় কষ্ট।
ইফতার পার্টিতে গিয়ে হয়ে আসিল লাশ,
ভূমি অফিসের লোক খায় ঘুষ।

তরুন কবি মোঃ সোহাগ মোল্যা (মঈনুল) -এর ১৭টি কবিতা সমূহঃ

বীরের রক্ত রাজপথে

রক্তে কেনা সোনার দেশে ঝড়ছে আবারো প্রাণ
বীরের বুকে বুলেট দিয়ে, ওরা হইলোরে বেঈমান।
রাজতন্ত্রে ভক্ত হয়ে থাকবে না'তো তরুণ
তাই'তো মোরা চেয়েছিলাম ন্যায্য অধিকার।
রাজপথ হচ্ছে রক্ত নদী, বইছে রক্তের স্রোত
সৃষ্টি হয়েছে নবীন ইতিহাসের, কোটা আন্দোলন।

বাংলা মায়ের বীর সন্তানদের যতবারই করবে হত্যা
দারুণ সূর্য উদয় হয়ে জন্ম নেবেই আবার।
জয়ের দেশে ভয় দেখিয়ে তরুণ বীরকে দমাবে কে?
গর্জে উঠছে ছাত্র জনতা, ২৪ শেরই কোটা যোদ্ধা।
সিরাজউদ্দৌলার, খুদিরাম, সূর্য সেন আবারো জন্ম নিছে বাংলায়
মায়ের বুকে দীপ্ত পায়ে হাঁটছে তারা ইতিহাসের মঞ্চ বেয়ে।

৫২'র রাজপথ রনাঙ্গনে রক্ত নদী বয়েছিলো লাল-সবুজে
২৪'শে আবার গেল সাঈদ, আদনান, আরিফদের রক্তাক্ত দেহ পড়ে।
কাপুরুষেরা তরুণ বীরকে ভয় কেন পাই?
অধিকার না দিয়ে বুলেট মেরে হত্যা করে বেড়ায়।
আজ বীরের রক্ত রাজপথে হলো ইতিহাস
আজীবন বাঙালি রাখবে মনে, যেমন রাখছে ৫২, ৭১ কে মনে।

রিক্সাচালকের জীবন

রোদের তাপে, বৃষ্টির জলে
মাথার ঘাম পায়ে ফেলে
রাস্তা থেকে ঐ গলিতে গলিতে
পা দিয়ে মারছে প্যাডেল।
সকাল থেকে সন্ধ্যা রাতে
রোগা, শোগা, ক্লান্ত শরীরে।

ট্রাফিক, যাত্রীরা করে বাহানা
কেউই দেয় না ন্যায্য সম্মান আর হিস্যা
ক্লান্ত শরীরে উপার্জন চারশত।
তাহারও আছে ভাগিদার মহাজন
১ কেজি চাল, ১ পোয়া ডাল গামছায় লয়ে যায়
চালকের কায়ক্লেশের সংসার।

অসুখেও খায় না পথ্য, উপার্জন তাহার অল্প
স্ত্রী, সন্তান কাটাবে উপোশ
রিক্সা চালকের অভাবনীয় জীবন।
কর্ম হলেও ছোট, দিও ন্যায্য সম্মান
তাহাদের মতো অভাবনীয় সংসার
খোদাই দিলে হবেও তোমার।

শিশু শ্রম

সোনার দেশের নবীন শিশু
দেশকে করবে আলোকিত,
সুযোগ দিলে বিদ্যা অর্জনে
হতেও পারে, রবি, নজরুল, মধুসূদন।

সোনার দেশে বাড়ছে শিশু শ্রম
হচ্ছে না'তো তার প্রতিকার,
বিদ্যা অর্জন না করতে দিলে
শিশুর ভবিষ্যৎ হবে অন্ধকার।

শিশু এখন ভাঙ্গে ইট, দিচ্ছে রাজের জোগাড়
গ্যারেজ এবং ওয়ার্কসপে লোহা পেটায়,
বিধাতার দেওয়া অমূল্য নিষ্পাপ প্রাণে
সহে না তো আর অমানবিক নির্যাতন।

শিশু রিক্সা চালাই কিংবা টোকাই
সুশীল সমাজ গেছে কই?
সোনার দেশের সম্পদ অর্জনে
শিশু শ্রম করতে হবে বন্ধ।

নারীর শ্রদ্ধা

ধনাঢ্য আলো সে-তো বেশ অহংকারী
পথে ঘাটে ঘুরছে ধর্ষিতা নারী জাতি।
দেহ ভোগী লালশিত পুরুষের কর্মে
রক্তাত্বে আছে পড়ে যুবতী, কিশোরী।

হাজারো শ্রদ্ধা সেই মায়ের জাতিকে
জগৎ সংসারের ধরা তলে মোন
সঙ্গে স্রষ্টার আমল কিন্তু করিও,
পার হইতেও পারো শেষের বিচারে।

লোক মুখেত আছে নারী ছলনাময়ী
নারী পূজিত হয় স্রষ্টার কৃপায়
মহিমান্বিত গুনে, মমতাময়েই।
ঘরের রমণী, অন্তরের হরনী
স্রষ্টার অফুরন্তই সম্মান
মাতৃভক্তেরই আমি হে মায়ের জাতি।

লোডশেডিং

এখন উত্তপ্ত সব মাঠ-ঘাট
কোথাও নেই শান্তির পরশ—
বাতাসও আজ করছে রাগ
আকাশও করে না মেঘের বাসর।

চারিদিকে লোক ছুটে
বলছে তারা উত্তপ্ত গরম,
বিদ্যুৎ যায় যখন তখন
মানছে না তো কোনো নিয়ম।

নামাজ পড়তে, খাইতে গেলে
বিদ্যুৎ যায় চলে,
এখন জনগণ অতিষ্ঠ
সমাজ সেবার পরে।

ঘুমাইতে গেলেও ঘুম আসে না
ঘরে আছে আগুনের মতো উত্তাপ
উন্নয়নশীল বাংলাদেশে
বিদ্যুৎতের খুব দরকার।

স্বপ্ন

আমি স্বপ্ন দেখি—
এক উচ্চ পর্দাপনের,
আমি স্বপ্ন দেখি—
নিরক্ষর মুক্ত জাতি গড়ার,
আমি স্বপ্ন দেখি—
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা মুক্ত সমাজ গড়ার।
আমি স্বপ্ন দেখি—
আমার জীবনের সফলতা অর্জনের,
আমি আত্মা বিশ্বাসী,
আমি কঠোর পরিশ্রমী,
আমি আমার কল্পনার রং তুলি দিয়ে,
আমার স্বপ্নের ছবি আকি।
আমি সেই দিন সফলতা পাবো
যে দিন দেশ হবে নিরক্ষর মুক্ত।
একটা শিক্ষিত জাতিই পারে
তার দেশকে এগিয়ে নিতে,
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের দায়িত্ব নিতে
আমি স্বপ্ন দেখি—
স্বপ্নের কাঁধে ভর করে আমি চলি।
আমি এমন একটা জাতি চাচ্ছি
যে জাতির থাকবে জ্ঞানের আলোই পরিপূর্ণ।
আমি এমন জাতি চাই না,
যে জাতির থাকবে গোমূর্খ।
আমি স্বপ্ন দেখি—
আমার জাতি থাকবে
জ্ঞানের আলোর পরিপূর্ণ।

শীত বসন্তের দন্দ

শীত বসন্তের চলছে দন্দ
কেউই যেতে নাহি চাই,
শীত বলে এটা কার সু-ভাস?
বসন্ত বলে আমার আগমন।
শীত বলছে যাবো না ভাই
বসন্ত বলে এখন আধিপত্যই আমার।

উত্তর আর দক্ষিণের হাওয়ায়
চলছে তুমুল সংঘর্ষ,
মাঘের আজ বিদায়ের পালা
বসন্তের ফাগুন ভরা দেশ।

শীতের ভাগের আধিপত্য যেন
ছাড়তে নারাজ শীত,
বসন্ত চায় হটে যাক শীত
এখন পুষ্প ভরা ফাগুন বসন্ত।

পিঠা আর খেজুর রস ছিল
শীতের বেশ তেজ,
মিষ্টি সুরের কোকিলের ডাকে
বসন্ত ছড়ায় রেশ।

শীত বসন্তের থামবে দন্দ
থাকবে ঋতুরাজ বসন্ত,
অতি কষ্টে বিদায় নিচ্ছে শীত
হাসতে থাকবে ঋতুরাজ বসন্ত।

বাঁশির কান্না

নিরবতা হয় যখন, একটু গহীন রাতে
বাঁশিয়াল বাজায় বাঁশি
প্রেম, বিরহের সুর তুলে।
বাঁশিয়ালের যন্ত্রণা করছে প্রকাশ
গহীন অরণ্যে একাকিত্বে।

সুরের সঙ্গে কাঁদছে বাঁশি
মূলের সঙ্গে মিশে যেতে
মূলের মায়া ত্যাগ করতে
মানব জাতিও পারবে না যে।

সুর তুলে বাঁশিয়াল সঙ্গে শিশু-কিশোর
কলা আর আম পাতায়, সঙ্গে বাঁশের আগায়
অহমিকায় ভবের বাঁশি
একলা হয়ে মানব হাতে।

স্নিগ্ধ বাতাসে দোলাইতে মাথা
করছে কান্না যাইতে মূলে।

মোখার শক্তি

বঙ্গোপসাগর থেকে এসে পড়লোরে মোখা
সঙ্গে আনলো উচ্চ ঢেউ আর প্রবল বেগের বাতাস।

গাঁয়ের শক্তি দিয়ে'রে তুই
করলি'রে ধ্বংসস্তূপে বিধ্বংস।

কেড়ে নিলি'রে তুই হাজারো আস্রয়স্থল,
আরও নিলি শতাধিক প্রাণ আর অর্থ সম্পদ।

অর্জিত সম্পদ ছিল যতো,
নিয়ে গেছিলো সিডর, আইলা আর আমফানে।

যেটুকু আজ ছিল বাকি,
নিলিরে তুই আজ সব লুটে।

গাঁয়ের শক্তি দেখিয়েরে তুই
করলি মোদের সর্বহারা।

তোর সঙ্গে যুদ্ধ করা মানবের আজ,
যায় যায় প্রাণ অবস্থা।

মোখারে তুই যা চলে!
বাঁচাতে দেরে তোর থাবার মানবদের।

রেমালের হানা

সাগর গর্জে উঠলো এসে রেমাল
আনলো সঙ্গী জলোচ্ছ্বাস আরও বাতাস
মানব কুলে ধরিয়ে ভয় বসিল সে এঁটে
মানুষ এখন দিশেহারা আশ্রয় কেন্দ্রের খোঁজে।

সোনার ফসল, অর্থ কড়ি, ছোনা, টিনের ঘরখানা
নদীর জলে যাচ্ছে ভেসে গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া
নিজের জীবনকে রাখিয়া বাজি, বাঁচাইতেছে সন্তানকে
মোখার চেয়ে ভয়ংকর রূপে এঁটে বসেছে রেমাল যে।

মানব প্রাণীর আজ যায় যায় প্রাণ অবস্থা
বৃত্তবানেরা আর চেয়ে চেয়ে দেখে না
দু'মুঠো খেতে দিয়ে, দিও ধৈর্যের বুঝ
খোদাই করলে রহমত পাইবে অগণিত সম্পদ।

ভাদ্রের রূপের মেলা

বাড়ির পিছে তাল বাগানে
পড়তেছে তাল ধুমে ধুমে
সবার আগে তাল কুড়াতে
চোখে ঘুম আর আসছেনারে।

তালের পিঠার মিষ্টি গন্ধে
মোনটা যায় তো ভরে
সকলের মুখে হাসি ফুটাচ্ছে
ভাদ্র মাসের তালে।

তাল গাছেতে বসে পাখির মেলা
পাতায় পাতায় বুনে বাসা
এ গাছ থেকে ও গাছেতে
পাখি বাসা বুনেই চলছে।

শিউলি ফুলের সুরভীতে
কৃষকের মোনটা যাচ্ছে ভরে
শিশির ভেজা ধানের ফুলের গন্ধে
ছেলে-মেয়ে শাপলা, পদ্ম তুলছে।

শিউলি ফুলের খোপা মাথায়
চলছে রূপ কুমারী কিশোরীর দল
আলতা মেখে পায়ে
কাশফুলের দোলা দেখতে নদীর চরে।

কোরবানি

মুসলিম জাহানে এসেছে আজ
পবিত্র কোরবানি ঈদ,
সামর্থ বানে দিবে কোরবানি
সকলের কোরবানি কবুল হবে না'তো।

বিজ্ঞ লোকে দিবে কোরবানি
সমাজের সম্মানের ভন্ডামিতে,
স্রষ্টাভীতি লোকে দিবে কোরবানি
স্রষ্টার প্রতি মহত্ত্বটাকে অর্জন করতে।

টাকার গরমে বিজ্ঞ লোকেরা
হারিয়ে ফেলেছে খোদা ভীতি,
কোরবানিই সেই মহত্ত্বটাকে
মানছে না তো কেউ-ই।

কোরবানি হলো ত্যাগের মহত্ত্ব
করে সকলে ভোগ,
অসহায়কে দেই না ভাগ
ভোগের নাম কোরবানি না'তো।

মনের পশুকে কোরবানি দিয়ে
বনের পশুকে খাওয়াতে হবে,
পশু জবাইয়ের নাম কোরবানি না
কোরবানির আছে ত্যাগের মহত্ত্ব।

নগরীতে কাশফুল

কাশফুলের দোলায় স্মৃতি ভাসে প্রিয়
মেঘ আর বালুচরের নীলাম্বরে।
নগরীর বালুচরের কাশফুলে কাড়ছে মোন
নিবিড় উচাটনে স্মৃতিতে তোমারি আলিঙ্গন।

মেঘ আকাশে সাদা কাশবনে এলোকেশে প্রিয়
শুভ্র কাশে পুষ্পে গাঁথা নীল শাড়িতে ছিলে বেশ।
শরৎ রাণীর আড়ালেতে দিলাম খোপাতে ময়ূর গেঁথে।
এখন আঁখিতে মোর অশ্রু নামে
কেন হারালে মোর জীবন থেকে?

এক বর্ষ পেরেলেও ভুলিতে পারি না
আগেরই মতো অশ্রুতে বালিশ ভিজে।
ব্যাস্ত নগরীর কাশবন খুজতে উন্মুক্তা
তোমার স্মৃতি আমায় করছে তাড়া।

বাজারের মান

বাজার এখন উদ্ধমুখী লাফিয়ে লাফিয়ে চলছে
শ্রমিকেরা বোকা বলে সিন্ডিকেট ব্যবসায়ী হাসছে,
নিত্যপণ্য বেঁচছে তাঁরা মনের মতো করে
গুদাম ভর্তি আলু, রসুন, পেঁয়াজ মজুদ করে।

স্বল্প আয়ে বাজারে গেলে অজ্ঞান হয়ে পড়ে
নিত্যপণ্যর দাম বাড়ছে দিনকে দিন ধরে,
শ্রমিকের আয় বাড়ে না বাড়তে আছেই খরচ
এমন করে চললে পরে থাকবে সবে অনাহারে।

শ্রমের দাম বাড়াতেই হবে রাস্তায় নামো সবে
মহাজন আর সিন্ডিকেট ব্যবসায়ীর লাগাম ধরে বসো,
সিন্ডিকেট করে তাঁরা লুটতে আছে কোটি কোটি টাকা
সেই টাকাতে গন্ধ আছে শ্রমিকের রক্ত পানি করা।

কর্তারা সবে ঘুমিয়ে আছে দেখছে না'তো কিছুই
দেশের মানুষ দিক হারিয়ে নদীর জলে পড়ে,
তাদের বুঝি হুস ফিরছে না ঘুমিয়ে তারা থাকবেই
গুদামে এখন দিলে আগুন তবে কর্তাদের হুস ফিরবে।

পতাকার রঙ

আমার বঙ্গ দেশের জন্মভূমি পূর্বে যেমন ছিল
সেই চিহ্নে-চিহ্নিত এখন বঙ্গ দেশের মানচিত্র।
স্বদেশ আমার নতুন রুপে জাগিয়েছে মাথা—
মানচিত্রে মতো সবখানেই এখন নতুন রুপে রাঙা।

স্বদেশ আমার নতুন রুপে জাগিয়েছে মাথা—
পাকবাহিনীর বঞ্চনার স্বীকার ছিলো ২৪ টা বছর !
মোদের মাতৃভাষাকে মুছে দিতে তৎপর ছিল পাকবাহিনী
স্বদেশ আমার নতুন রুপে জাগিয়েছে মাথা—

পেয়ে গেছে এখন আপন-নিশানার মুক্তি সনদের ৬ দফা,
টগবগে যুবকের রক্তের উত্তাপে
পেয়েছিল তারা দানবের মতো সাহস !
লক্ষ জনতা শুনছিলতো বজ্রকন্ঠের বাঙালির মুক্তির সনদ—
মুহূর্তেই ধ্বনিত হয়েছিল দিকে দিকে সেই সুর !

সূর্য অস্তের লাল আকাশে ছড়ানো সেই রঙের মতো
লক্ষ লক্ষ বীর বাঙালি ছুটে ছিল চারদিকে,
কেমন দৃশ্য ছিল যে তখন—
বাংলার আকাশ ছিল চারদিকে লাল-সবুজে ভরপুর,
সেই দিনের লাল-সবুজই তো;
আমাদের জাতীয় পতাকাটির রঙ।

শীতের আগমন

হেমন্তের অগ্রহায়ণের মাঝেই শীতের আনাগুনা
পৌষের আগেই শুরু বিকালের কুয়াশা।
সন্ধ্যায় নদীর তীরে সূর্য অস্ত দেখতে গেলেই,
উত্তরের ফুরফুরে ভারি বাতাস
গাঁ যেন শিহরিত হয়ে ওঠে।
রাতের আকাশে আবার
হালকা মেঘাচ্ছন্ন কুয়াশা,
কুয়াশায় আবার দেখা মেলে
পাখিদের আনাগুনা।
শিশিরের ভেজা শীতার্থে কুঞ্জাবানে
গাছের ঝোঁপেতে,
অপেক্ষায় থাকে ভোরের সেই
রবির কিরণের।
সকালের ঘুমতো ভাঙ্গে আমার
কোকিলের কুহ কুহ ডাকে
ভোরের সেই রবির কিরণে,
নতুন স্বপ্ন জাগিয়ে তোলে।
শিশিরের ছোঁয়ায় আবার ফুটেছে ফুল
তাই'তো প্রজাপতি হচ্ছে ব্যাকুল।
ঝোঁপের আড়ালে শোনা যাচ্ছে
পাখিদের কিচির মিচির ডাক
এই ঝোঁপের মধ্যেই রয়েছে খেজুর বাগ।
এরই মধ্যে শুরু হয়েছে
গাছিদের গাছ ঝোড়া।
পৌষের শুরুতেই পাওয়া যাবে,
খেজুরের রস।

নড়াইলের কবি

চিত্রার পাড় ঘেঁষে সবুজের ঘেরা গায়ে
নড়াইলের মাটি হইল ধন্য
কবি আতিয়ার রহমানের জন্য।

বহমান নদে তরী যেমন চরে
নবীণ প্রবীন সবে মিলে গাইছে গান
কবি আতিয়ার রহমানের গুনর্কিতন।

নড়াইলের রত্ন বাংলার গর্ব
শিক্ষক, ছাত্র, কবি, সাংবাদিকের সম্মানিত
কবি আতিয়ার রহমান।

মধুমতি, নবগঙ্গা, চিত্রার বহিবে যত ঢেউ
যাইবে ছড়িয়ে নামটি তাহার
কবি আতিয়ার রহমান।

নব আনন্দে নবীন সাঁজে
আরকি আসবে এমন ক্ষণ / দিন
আজ তো কবি আতিয়ার রহমানের শুভ জন্মদিন।

বই পড়া সম্পর্কে বিখ্যাত মনিষীদের কিছু উক্তি

বই হচ্ছে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে বেঁধে দেয়া সাঁকো।
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়। —শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বই কিনলেই যে পড়তে হবে, এটি হচ্ছে পাঠকের ভুল। বই লেখা জিনিসটা একটা শখমাত্র হওয়া উচিত নয়, কিন্তু বই কেনাটা শখ ছাড়া আর কিছু হওয়া উচিত নয়। —প্রমথ চৌধুরী

ভালো বই পড়া মানে গত শতাব্দীর সেরা মানুষদের সাথে কথা বলা।
—দেকার্তে

বই কিনে কেউ কোনদিন দেউলিয়া হয় না।
—জর্জ বার্নার্ড

ভালো বন্ধু, ভালো বই, এবং একটি ঘুমন্ত বিবেক— এটিই আদর্শ জীবন।
—মার্ক টোয়েন

একজন মানুষ ভবিষ্যতে কী হবেন সেটি অন্য কিছু দিয়ে বোঝা না গেলেও তার পড়া বইয়ের ধরন দেখে তা অনেকাংশেই বোঝা যায়। —অস্কার ওয়াইল্ড

আস্থা রাখুন, পাশে থাকুন
ইচ্ছাশক্তি
প্র কা শ নী

বই প্রকাশ শুধু বই মেলার জন্য নয়। বই প্রকাশ হবে সারা বছর ঘরে বসে ঝামেলাহীন।
একাডেমিক কিংবা সাহিত্যিক, একক কিংবা যৌথ বই এর পাণ্ডুলিপি নিয়ে আজই যোগাযোগ করুন।

ইচ্ছাশক্তি প্রকাশনী

ফকির বাড়ি মোড়, ডুয়েট, গাজীপুর।
মোবাইলঃ ০১৭৫৫-২৭৪৬১৪, ০১৯৭৫-২৭৪৬১৪